
MARCH
2014
ARCHIVE এবং

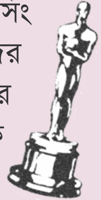
মার্চ ১, ২০১৪

চাপদাড়ি = আঁতেল কবি চিনিবার সহজ উপায়

শান্তিনিকেতন = শান্তি-নেই-কেত্তন

মার্চ ৩, ২০১৪

থামুন তো মশাই! সকাল থেকে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ফেসবুক খুলে ডিক্যাপ্রিও কেন অস্কার পেল না তাই নিয়ে যত মাথাব্যথা। রায়সাহেব, ঋত্বিক ঘটক কপচাতে তো জীবনে দেখলাম না, তুলসী চক্রবর্তী কে চেনেন? চিনলে ওনার নামেও দু-একটা কথা লিখুন। হ্যাঁ, আজ ওনার জন্মদিন। সেই তো রাতে ঘুমোতে যাবেন হানি সিং শুনে (সাথে সানিও থাকতে পারে), পরের দিন চিন্তা করবেন দেব-গন দের ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো দেখার, আর সামনে প্রেমিকা এলেই আউড়ে যাবেন অস্কার পাওয়া সিনেমার টালা থেকে টেক্সাস (বঙ্গদেশ বাদে) ফিরিস্তি (কি আমার বোদ্ধা এলেন রে)। আসলে দুঃখ টা কথায় জানেন? আপনাদের দেখলে মনেই হয় না আপনারা ভারতে বসে আছেন, সব কিছুই এত আন্তর্জাতিক আপনাদের।



P.S:- শুনেছেন কি? আগের সপ্তাহে আমাদের ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি সাবমেরিনে আগুন লেগে গেছিল, দু'জন তরতাজা যুবক মারা গেলেন।ঘটনাটা জানেন তো? না না, সকাল সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে কষ্ট করে উঠে এটা জানতে হয় না। সকালের খবরের

কাগজেই পাবেন এটা।তা সেই নিয়ে যদি দু এক কথা বলেন, কিছুই না আসলে দেশের সেনা বাহিনী তো, তাই বলছিলাম আর কি। কত চিন্তাই তো করেন আপনারা, এদিকটাও একটু দেখুন না।

মার্চ ৪, ২০১৪

আরে মশাই থাকেন তো দমদমে।
আঁতলামোর জন্য মেট্রো ঠেঙিয়ে ওয়ার্ল্ড ভিউ যাওয়ার খুব দরকার আছে কি?

মার্চ ৫, ২০১৪

আনন্দবাজার বর্তমান ছাড়াও সেকালে বাঙালীর জীবনে আরো দুটো পেপার ছিল- ফার্স্ট পেপার আর সেকেণ্ড পেপার। এই ২০০ নম্বরে লেটার পাওয়া রাহুল দ্রাবিড়ের উইকেট নেওয়ার মত বিরল ছিল, তাই আমরা যথেষ্ট খাপ্পা ছিলাম এই বদখত পেপারদুটোর ওপর। সেকেণ্ড পেপারে নাকি বেশী নাম্বার ওঠে, অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ। ভয়, বিরক্তি, পমদার সাজেশন জুড়ে থাকত প্রথম এই দুটি পরীক্ষা। তবু অন্য বিষয়ের ডবল নম্বর থাকায় একমাত্র টিউশন টিচারদের কিঞ্চিত গর্ব ছিল এই দুটি পেপারের ওপর।

কালের নিয়মে প্রথম ভাষার সেই কৌলিণ্য আর নেই। এম সি কিউ এর যুগে মাতৃভাষাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া স্বভাবতই ‘দৃষ্টিকটু’। একটা প্রশ্নের একটাই ঠিক উত্তর, মিললে ঠিক, অন্য কিছু হলেই ভুল। পত্ররা তাই পত্রপাঠ বিদায় নিয়েছে ইস্কুলের সিলেবাস থেকে।খাতার শুরুতে নাম-বিষয় লেখার পর পত্র কি আর ভুল করেও ভুল করা যায়, মাস্টার?

মার্চ ৬, ২০১৪

Mamata Banerjee took the song ‘খোকা বাবু যায়, লাল জুতো পায়ে’ a bit too seriously.

‘লাল’ রং টাই যত নষ্টের গোড়া... ইগোতে ঘা লেগে গেছে ম্যাডামের।

মার্চ ১৩, ২০১৪

বাঙালীর কটা পার্বণ যেন? হ্যাঁ বারো মাসে তেরো পার্বণ... না না ভুল বললাম, বারো মাসে পনেরো পার্বণ। ঘটা করে বাঙালীরা দুটো পার্বণ বাড়িয়ে দিয়েছে। বুঝলেন না কোন দুটো? আরে মাধ্যমিক আর উচ্চ মাধ্যমিক। পার্বণ ছাড়া আর কি বা বলব বলুন, সকালে উঠে স্নান করে ঠাকুরঘরে ছোটা, পকেটে ফুল নিয়ে পরীক্ষার হলে যাওয়া। এটা পার্বণ নয়? আর প্রমাণ চান? তাহলে শুনুন, অঞ্জলি দিয়ে মাথায় চন্দনের ফোঁটা পড়া খুব সাধারন ব্যাপার, আমাদের এই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকেও কিন্তু কপালে চন্দন আর দইয়ের ফোঁটা পড়ে। বাবা মায়ের আদুরে সন্তান ভিন গ্রহে (পড়ুন স্কুলে) যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, বিজয়টীকা বাদ থাকে কেন? এ দিকে যত ঝামেলা এই পরীক্ষার্থীগুলোর, গরমের দিনে দই চন্দনের কম্বিনেশনের এফেক্টটা যা হয় না! শান্ত বরফ শীতল মন ছুট দেয় অশান্তির পথে। মাসিমারা, ছেলে গুলো কে একটু শান্ত মনে পরীক্ষা দিতে দিন। যাক সে কথা, এবার পালা ডাব বিক্রেতার। না না বাড়ির সামনে ঘটের



ওপরে ডাব দেওয়ার জন্য নয়, এ হল পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরত আসার সময় ডাব খাওয়ার হুজুগ। উৎসবের মরশুম না হয়েও আকাশছোঁয়া ডাবের দাম। মিলিয়ে দেখুন, ঠাকুরঘর, ফুল, চন্দন, ডাব সবই প্রত্যেক পার্বণের অঙ্গ। এ তো গেল পরীক্ষার কথা, রেজাল্টের সময় আর এক বিপত্তি, বিজয়ার মিষ্টির লোভে জন্ম নেওয়া দাদা, কাকা, জ্যাঠা দের হঠাৎ উদয় হওয়া। রেজাল্ট ভাল হলে, নিজেরা দায়িত্ব নিয়ে বাড়ি বয়ে মিষ্টি খেয়ে যাবে (সাথে ফোকটে আশীর্বাদ ও উপদেশ ও দিয়ে যাবে)। তার পরেই সব বেপাত্তা, আবার দেখা হবে বিজয়া তে। প্রায় দেড় মাস ব্যাপি উৎসব এগুলো। পার্বণ না হয়ে উপায় আছে? মিষ্টির দোকান, ফুলওয়ালা, ফলওয়ালা, ডাবওয়ালা, লাভ সবার (অটো আর ট্যাক্সির বাড়তি লাভটা ছেড়েই দিলাম)। স্বর্ণকার দাদারা বসে বসে কি ভাবছেন? লাগিয়ে দিন না ওই ধনতেরাস মার্কা কিছু একটা। নিশ্চিত সাফল্য মার্কা পাথর, আংটি কিছু পাওয়া যায় না? সিজন চলছে, কেন বেকার বসে আছেন? মুরগি অনেক পাবেন... কাজে লেগে যান।

মার্চ ১৬, ২০১৪

আশির দশকের শেষ দিকে বাঙালীর জীবন ঝড়ের মত উল্টোপাল্টা করে দিয়েছিলেন গীটার হাতে এক রগচটা মধ্যবয়সী। তিনি রাগী স্বরে ভালবাসার গান করেন, মিঠে সুরে প্রতিবাদের কথা বলেন। আমরা বোবা হয়ে গেলাম সেই গান শুনে। তবু খানিক সয়ে যেতেই গানকে নয়, গায়ককে আক্রমণের বিন্দু করে নিলাম খুব সহজেই। কারণ তিনি নাকি নকশাল ছিলেন, নিকারাগুয়ায় কি জানি আগুন লাগিয়ে এসেছেন, কারণ তিনি একাধিক বিবাহ করেছেন, কারণ তিনি ধর্ম পরিবর্তন করেছেন, এবং অবশ্যই তিনি অমুক পক্ষের হয়ে ভোটে জিতেছেন আর বছর না ঘুরতেই সে দলেরই নিন্দায় সরব। তিনি আস্তিক না নাস্তিক, বামপন্থী না ডানপন্থী– কিছুই তো শালা বুঝতে পারছি না। অতএব ছুঁড়তে থাকো কাদা। ভদ্রলোক কখনো সে সব গায়ে মাখলেন, কখনো মাখলেন না। সংখ্যালঘুর দলেই চলে গেলেন ক্রমশ, সঙ্গে রইল শুধু একদল উন্মাদ পাগল। একলা ঘরে বসে তিনি বিধাতার সঙ্গে সাপলুডো খেলেন, তার কলম দিয়ে বেরোয় মণিমুক্তো। আমাদের সেসব



মাঝে মাঝে নজরে আসে ওয়েবসাইটে, ফেসবুকে। তবু আজও তার গান নিয়ে কিছুতেই অভিযোগ তৈরী করা যায় না, যায় নি। আজও শুধু তার গান শুনতে গাঁটের পয়সা খরচ করে একটা সিনেমা দেখতে যাওয়া যায়, তিনিই পারেন।

আজ দোল, তার আবীরের স্বাদ তেতো, তাতে পুরোনো দিনের গন্ধ, তাতে প্রতিবাদের রঙ। আজ ৬৫ তে পা দিলেন সেই অদ্ভূত মানুষটি, যাকে কোনদিন আন্দাজ করা গেল না আগে থেকে। তিনি আরও বহু বছর থাকুন, আমাদের আর একটু আর একটু মনখারাপ, আর একটু রাগ ধার দিয়ে যান। পুরোনো অভ্যেস ছেড়েছি অনেক কিছুই, সুমন নাছোড়বান্দা।

মার্চ ২২, ২০১৪

"ক্রমে কবিতা লেখার বাতিকটা ভয়ানক রকম ছোঁয়াচে হইয়া নিচের ক্লাশের প্রায় অর্ধেক ছেলেকে পাইয়া বসিল। ছোট ছোট ছেলেদের পকেটে ছোট ছোট কবিতার খাতা দেখা দিল। বড়দের মধ্যে কেহ শ্যামলালের চেয়েও ভালো কবিতা লিখিতে পারে বলিয়া শোনা যাইতে লাগিল। ইস্কুলের দেয়ালে, পড়ার কেতাবে, পরীক্ষার খাতায়, চরিদিকে কবিতা গজাইয়া উঠিল।"

বাঙালীর ঘোড়ারোগের এর চেয়ে ভালো উদাহরণ আর কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না। আগে তাও কিছু উপকরণ প্রয়োজন ছিল, ফুল-ছাপ খাতা, ঝর্ণা কলম, সুলেখা কালি। ইদানীং রঙ বদলেছে, ঢঙ বদলায়নি। ও কাকা, ফেসবুক আছে তো। ছোট-বড় মাঝারি সবরকম শ্যামলাল ঝড়ের বেগে টাইপ করে দিবারাত্র কবিতা লিখে যাচ্ছেন, স্ট্যাটাসে, নোটে, মেসেজে, কমেন্টে। মানে যেখেনে সুবিধে হয় আর কি। ততোধিক বেগে তাদের ট্যাগাচ্ছেন, কমেন্টে প্রশস্তির ঝড়- দারুণ, ফ্যান্টাস্টিক এবং অবশ্যই অসাম অসাম অসাম(স্ট্রাগল-কে ডজ মেরে বর্তমানে বাঙালীর প্রিয়তম শব্দ)।

তা লিখুন না মশাই, আপনার মোবাইল, আপনার অপেরা মিনি, আপনার ডেটা প্যাক, আমার ঘাড়ে কটা স্পণ্ডেলাইটিস যে আপনাকে বারণ করবো? কিন্তু দাদা, একটু পড়াশুনা করে আসলে হত না? বিদেশী কবিতা না হয় বাদই দিলাম, রচনাবলীর একত্রিশটা খণ্ড বলে রবি ঠাকুরকেও নয় এক্সক্লুড করা গেল, কিন্তু আমাদের শক্তি চাটুজ্যে, বিনয় মজুমদার, জীবনানন্দ দাশ বলে কিছু লোকজন গুটিকয় কবিতা লিখে গেছেন, জয়-শ্রীজাত যাদের গুরু মানেন, আধুনিক কবিতায় বিপ্লব আনলেন যারা, তাদের কবিতা একটু পড়ে দেখুন না? দ্বিতীয়বার অসাম লেখার আগে হয়তো লজ্জা হলেও হতে পারে।



আর ইয়ে, গতকাল বিশ্ব কবিতা দিবস গেছে, কাল কি হয়েছিল শুধু জানে শ্যামলাল, আমরা কিছু জানি না।

মার্চ ২৩, ২০১৪

কাম্! কাম্! কাম্! কাম্! কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্!
হরেক চমকদারি দিখলানে ফিরসে আ গ্যায়া ভোট।
ভোট-- ভো-ও-ও-ও-ও-ট!
কাম-বয় গুড-বয় ব্যাড-বয় ফ্যাট-বয় হ্যাট-বয় কোট-বয় দিস-বয় দ্যাট-বয় সবকে লিয়ে আ গ্যায়া ইয়ে মাদারি কা খেল।
আ যাও বাবু, এক এক ভোট, এক এক ভোট।
ওয়াণ্ডার খালিফ হারুণ ওয়াণ্ডার, ভেলকি ভেলকাম্ কাম্ কমাকম কাম্-ম্-ম্-ম্-ম্!

মার্চ ২৫,২০১৪

ধর্ষণ ২ ধরনের :-

১) ধর্ষিতা হয় মজা লুটে বেলেল্লাপনা করবে।
২) বাকিগুলো সাজানো ঘটনা, চক্রান্ত (মজা না পেলে)।।

